সবার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা

পিপলস্ এম্পাওয়ারমেন্ট ট্রাস্ট (পিইটি) ২৮ আগস্ট সকালে তোপখানা রোডের সিরডাপ মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী। আলোচনায় অংশ নেন প্রবীণ শিক্ষক নেতা চৌধুরী খুরশিদ আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক সাঈদ উর রহমান, অধ্যাপক এমএম আকাশ, অধ্যাপিকা শ্যামলী আকবর, মেসবাহ কামাল, রাশিদা জামান, অধ্যাপক ডা. শিশির মজুমদার, প্রাথমিক শিক্ষক নেতা আক্কাস আলী, জসিমউদ্দিন আহমেদ, ড. আখতার সোবহান মাসরুর, আদিবাসী নেতা সঞ্জীব দ্রং, ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি শরিফুজ্জামান শরিফ ও সাধারণ সম্পাদক নূর আলম, ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক আবদুল আহাদ মিনার, বাসদ ছাত্রলীগের সভাপতি রহমান মিজান, উন্নয়ন কর্মী শাহনাজ সুমি, মুক্তাদির মামুন, সাংবাদিক মিজানুর রহমান আপেল, পরিবহন শ্রমিক নেতা আসলাম খান প্রমুখ। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ও পিইটি'র ট্রাস্টি সাখাওয়াৎ আনসারী। অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিইটি'র নির্বাহী পরিচালক মাহবুবুল হক রিপন।

সভায় অধ্যাপক এমএম আকাশ বলেন, বর্তমানে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও এনজিগুলোর ৩৩ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা মিলে মোট ৩৬ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে চালু আছে। তিনি শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের প্রতি জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। অধ্যাপক সাঈদ উর রহমান বলেন, আদিবাসীদের জন্য প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত তাদের ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তিনি বয়স্ক শিক্ষার বদলে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদানের সুপারিশ করেন। চৌধুরী খুরশিদ আলম গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। মেসবাহ কামাল বলেন, এনপিএ-২-এর লক্ষ্য সংবিধানের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। জাতীয় সংখ্যালঘু শিশুদের জন্য তাদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। অধ্যাপিকা শ্যামলী আকবর বলেন, শিক্ষা নিয়ে পরিকল্পনা যাই থাকুক না কেন এর বাস্তবায়নের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা কারিকুলাম তৈরিতে অনেক সময় ব্যক্তি ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। সঞ্জীব দ্রং বলেন, এনপিএ, পিআরএসপিসহ কোনো জাতীয় দলিলে আদিবাসীদের একটি কথাও লেখা নেই। সংবিধানের অস্পষ্টতার কারণে স্বাধীনতার পর থেকেই এভাবে বঞ্চিত হয়ে আসছে আদিবাসীরা। তিনি ৪৫টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষাসহ অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করতে সব সরকারি দলিলে তাদের বক্তব্য স্পষ্ট করে উল্লেখ করার দাবি জানান। মূল প্রবন্ধে সাখাওয়াৎ আনসারী সরকারের খসড়া দলিল এনপিএ-২-এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। অথচ এতে সংশ্লিষ্টদের মতামত প্রতিফলিত হয়নি। তিনি এনপিএ প্রক্রিয়া আমলানির্ভর না হয়ে যাতে সংসদ থেকে শুরু করে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সবার মতামতের ভিত্তিতে হয়, সেজন্য প্রয়োজনে মাঠের আন্দোলন শুরুর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সাক্ষরতার হার সম্পর্কে সরকারিভাবে বলা হচ্ছে ৬৪ থেকে ৬৬ শতাংশ, কিন্তু ইউএনডিপি'র রিপোর্টে বলা হয়েছে এই হার ৪২ শতাংশের কাছাকাছি।

মতবিনিময় সভার সভাপতি ও মডারেটর অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী সংবিধানের আলোকে অভিন্ন একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সুপারিশ করে বলেন, ধনী-গরিব নির্বিশেষে শিক্ষায় সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তিনি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, ড্রপ আউট কমাতে সহায়ক শিক্ষা চালু করতে হবে। অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে স্কুল কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

মূল আলোচনা উত্থাপনকালে পিইটি'র ট্রাস্টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সাখাওয়াৎ আনসারী বলেন, 'গোটা এনপিএ প্রক্রিয়াটি আমলানির্ভর না হয়ে জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের Stake holders বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী (কৃষক, ক্ষেতমজুর, চাষী, মুটে ইত্যাকার দরিদ্র মানুষ) নির্ভর হওয়া জরুরি। মধ্যবর্তী স্তরে সিভিল সোসাইটির ভূমিকাও অনস্বীকার্য। সরকারের ব্যর্থতা খুঁজে দেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারণে সরকারকে সহযোগিতা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানের শুরুতে পিইটির ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব মাহবুবুল হক রিপন বলেন, এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা গোটা দেশবাসীকে এনপিএ-২ সম্পর্কে সজাগ করতে চাই এবং স্বার্থসংশ্লিষ্টদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে চাই। পিইটি এই ইস্যুতে দেশব্যাপী জনমত এবং আন্দোলন গড়ে তুলবে।

ডায়মন্ড ঝলক

গত মে মাসে এক ঘোষণার মধ্য দিয়ে লিভার ব্রাদার্স বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষ থেকে ফেয়ার এ্যান্ড লাভলী এক নতুন চমক নিয়ে আসে। ফেয়ার এ্যান্ড লাভলী সৌন্দর্যের সাধনায় দীর্ঘদিন। এবার সেই সৌন্দর্যকে আরো মনোমুগ্ধকর, আকর্ষণীয় করে তুলতে ফেয়ার এ্যান্ড লাভলী তাদের ডায়মন্ড ঝলক কার্যক্রম শুরু করে। যুক্ত হয় সৌন্দর্যের সঙ্গে সৃজনশীলতা। ক্রেতারা তাদের লেখনী শক্তির মাধ্যমে ডায়মন্ডের নেকলেস, ডায়মন্ডের কানের দুল এবং ডায়মন্ডের আংটি পাবার সুযোগ পান। সারা দেশ থেকে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এই কার্যক্রমে অংশ নেয়ার জন্য। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে ডায়মন্ড ঝলক কার্যক্রম। গত ৫ সেপ্টেম্বর রাজধানীর অন্যতম অভিজাত মিলনায়তন লেগুন-এ এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডায়মন্ড ঝলক কার্যক্রমের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক রাহাত খান। ফেয়ার এ্যান্ড লাভলী ডায়মন্ড ঝলকের এসব কার্যক্রমে মোট ৩,৩৯,০০০ জন ক্রেতা অংশগ্রহণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম সঠিক ৫০ জন উত্তরদাতাকে দেয়া হয় ডায়মন্ডের আংটি। পরবর্তীতে নির্বাচকমন্ডলী বাকি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে ১,০০৪৩১ জন সঠিক উত্তরদাতাকে বাছাই করেন। সেই ১,০০৪৩১ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্য থেকে তাদের লেখনী শক্তির বিচারে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০,০০০ জনকে নির্বাচিত করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ২০০ জন নির্বাচিত হন। সর্বশেষে এই ২০০ জনের মধ্য থেকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয় ১০৫ জন সৌভাগ্যবানকে। কুমিল্লার তাহমিনা আক্তার মজুমদার ও জামালপুরের মিনতি মাহবুবা খন্দকার প্রথম স্থান অধিকার করে ৩,৫০,০০০ টাকার ডায়মন্ড নেকলেস পান। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন তিনজন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী লাকি, কুষ্টিয়ার খন্দকার মাসুদা আক্তার সোভা এবং বগুড়ার রোমানা আফরোজ আঁখি। তারা প্রত্যেকেই ডায়মন্ড লকেট পান। তৃতীয় স্থান অধিকার করে ১০০ জন পাবেন ডায়মন্ড কানের দুল। ফেয়ার এ্যান্ড লাভলী ডায়মন্ড ঝলক কার্যক্রমের এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন লিভার ব্রাদার্স বাংলাদেশ লিমিটেডের মার্কেটিং ডিরেক্টর শ্রীনিভাস নাগাপ্পা ও ফেয়ার এ্যান্ড লাভলীর ব্র্যান্ড ম্যানেজার আশেকুর রহমান এবং এডকম লিমিটেডের নাজিম ফারহান চৌধুরী।